দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 MAY 2003

ঢাকার সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষক ধর্মঘট পালিত

আজকের ধর্মঘট প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সারাদেশের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ৭ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল (রবিবার) পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আহূত শিক্ষকদের ও ক্লাস বর্জন কর্মসূচী চলাকালে রাজধানী ঢাকার ১২টি সরকারী কলেজে কোন ক্লাস হয়নি। তবে ক্লাস নেয়া ছাড়া কলেজগুলোর অন্যান্য স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু ছিল। এদিকে আজও (সোমবার) এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকার কথা থাকলেও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি গতকাল দুপুরে শিক্ষা সচিবের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার প্রেক্ষিতে আজকের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষা সচিব মুহাম্মদ শহীদুল আলমের সাথে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ সভায় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল অফিস হতে প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার, অর্জিত ছুটি, নতুন পদ সৃষ্টি, ৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ রাজধানী ঢাকার সরকারী কলেজগুলোতে গতকাল শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচী চলাকালে সরকারী ইডেন কলেজে তালাবদ্ধ ক্লাসরুম দেখে ছাত্রীরা ফিরে যায়

সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষক ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদ স্থায়ীকরণ, অর্ডার অব প্রেসিডেন্সে শিক্ষকদের অবস্থান নির্ধারণ, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি পরিবর্তন, মন্ত্রণালয়ের পদে শিক্ষক ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়ন, প্রভাষকদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এসব দাবী বাস্তবায়নে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সময়সূচী নির্ধারণের জন্য আগামী ১৫ মে'র মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও মহাপরিচালকের সাথে সমিতির কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ সভায় এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য হলে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করে ন্যায্য দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হলে সারাদেশের সরকারী কলেজসমূহে আহূত আগামী ১৯, ২০ ও ২১ মে'র শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। গতকালের সভায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, মহাসচিব আই কে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার, যুগ্ম-মহাসচিব অধ্যাপিকা নাসরীন বেগম, এস এম শফিকুল ইসলাম, মাসুমে রব্বানী খান, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিক্ষা সচিব ছাড়াও যুগ্ম-সচিব আবদুস সাত্তার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ, মাউশির পরিচালক (কলেজ) প্রফেসর মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টেক্সট বুক বোর্ডে সম্প্রতি পদায়নকৃত একজন উপসচিবকে গত পরশু প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং আরও ৩ জন উপসচিবকে শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে পদায়ন করা হয়েছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের সকল কার্যালয় থেকে সব উপসচিবসহ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া ইতোমধ্যেই সিনিয়র প্রভাষকদের ৫৮১ জনকে পদোন্নতি কমিটির সভায় সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়েছে। পদ শূন্য সাপেক্ষে অবশিষ্টদেরও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা কমিশনে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিনকে কো-অপ্ট করা হবে। নতুন পদ সৃষ্টিসহ শিক্ষকদের শূন্য পদেও দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে সভাশেষে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে, গত ৩ মে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি জানিয়েছে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পদে ৬৫ জন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তার পদায়নের তথ্য সঠিক নয়। সংখ্যাটা অনেক বেশী। শিক্ষা ক্যাডার হতে উপসচিবদের জন্য নির্ধারিত পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এখনও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নায়েম, মাদ্রাসা বোর্ডসহ বিভিন্ন অফিসে রয়েছেন। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের পদে কর্মরত প্রশাসন কর্মকর্তাদের সংখ্যার উল্লেখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ ব্যাখ্যায় নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদফতর, দফতর, সংস্থা ও প্রকল্পের বিভিন্ন পদে প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসছেন। এক্ষেত্রে সমিতির বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদে শিক্ষকদের সরিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে প্রশাসনের কেউ ছিল না। বর্তমানে সেখানে প্রশাসনের ১৫ জন কর্মকর্তা আছেন। উপানুষ্ঠানিক অধিদফতর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য অফিসে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, যুব উন্নয়ন, পানি সম্পদ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়নের কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, উপসচিবদের জন্য নির্ধারিত কোটায় ২৬ ক্যাডার থেকে ২৫% উপসচিব হওয়ার সুযোগ রয়েছে। উক্ত উপসচিবগণের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদোন্নতি হয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দ্বারা। তাদেরকে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

যে সকল পদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে, সে সকল পদ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত নয় বলে যে দাবী করা হয়েছে তাও ঠিক নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের পিপি-তেও এ ধরনের উল্লেখ আছে। তাছাড়া চিরাচরিতভাবে শিক্ষকগণ বিভিন্ন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

কর্তৃপক্ষ স্বীকার করছেন, ৪ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। মন্ত্রণালয় অনুমোদিত আরও ৫ হাজার শিক্ষক পদ সৃষ্টির বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। অথচ বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৮,৫০০ জন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বিরাট শিক্ষক ঘাটতি নিয়েও দীর্ঘদিন সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দীর্ঘদিনের ঔদাসিন্যের ফলে শিক্ষক পদ পূরণ হয়নি। নীতিনির্ধারণে শিক্ষকরা থাকলে এ ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হত না।